বিদেশে ৬৭ লক্ষাধিক বাংলাদেশীর কর্মসংস্থান

১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৬৭ লাখ ৪১ হাজার ১৮৭ জন বাংলাদেশীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। গত বুধবার জাতীয় সংসদে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীর পক্ষে প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান এ তথ্য জানান। নওগাঁ-১ আসনের সংসদ সদস্যের লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ওভারসীজ এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসল) ও বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে এসব বাংলাদেশি কর্মীকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৯ সালে ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৯৭৮ জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানে যেতে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার শিকার হয়ে অনেকে নিঃস্ব হচ্ছে স্বীকার করেন তিনি। এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মুন্নুজান সুফিয়ান বলেন, বর্তমান সরকার এ ধরনের প্রতারণা বন্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। অনেক এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হচ্ছে। প্রবাসে মহিলাদের অনৈতিক কাজে বাধ্য করার অভিযোগের বিষয়েও মন্ত্রণালয় সজাগ। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। তিনি জানান, এখন থেকে কাউকে বিদেশে যেতে ভিটেবাড়ি বিক্রি করতে হবে না। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিদেশে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন জানান, গত ১৪ বছরে (৯৬-২০০৯) পর্যন্ত বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ৫৫,৯০৪.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩,৩৫,৮১৮ দশমিক ১৫ কোটি টাকা। শ্রমিকদের রেমিটেন্স বাড়াতে সরকার প্রবাসী ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, রেমিটেন্স পাঠাতে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে 'মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট' কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, শ্রমিক রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন শ্রম বাজার হিসাবে রুমানিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, গ্রীস, ইরাক, স্তোনিয়া, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, এঙ্গোলা, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, বোতসোয়ানা ইত্যাদি দেশে কর্মী গমন শুরু হয়েছে।

সংবাদ সূত্রঃ ভিওবডি